ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলাতে ইফাদ সাহায্যপুষ্ট সাগান্না বাওড় সম্পর্কিত তথ্য

বাওড়ের নাম ঃ সাগান্না বাওড়।

বাওড়ের আয়তন ঃ ১২৬.৪৫ একর।

বাওড়ের অবস্থান ঃ সাগান্না ও হলিধানী ইউনিয়ন, ইউপি, ঝিনাইদহ সদর।

ব্যবস্থাপনা সমিতিঃ সাগান্না বাওড় ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ।

সভাপতির নাম ঃ মোঃ নেকবার মন্ডল, কোলা, হলিধানী, সদর, ঝিনাইদহ।

ইতিহাস ঃ ১৯৯১ সালে ইফাদ প্রকল্পের আওতায় ১২৬ জন দরিদ্র জেলেদের নিয়ে বাওড়ের মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়। সাগান্না বাওড়ের উপর উক্ত ১২৬টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন জীবীকা নির্বাহ হয়। ইফাদ প্রকল্প সমাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য অফিসারের মধ্যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে দরিদ্র জেলেদের জন্য জেলা মৎস্য অফিসার লীজ গ্রহন করে। বর্তমানে ১০ বছর পর পর নবায়নের মাধ্যমে জেলা মৎস্য অফিসারের তদারকীতে বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বাওড়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ইজারা মূল্য ঃ সাগান্না বাওড় ইজারা বাবদ প্রতি বছর ইজারা, ভ্যাট ও আয়কর সহ সর্বমোট ৪০৯৯৮৪/- টাকা প্রদান করা হয়। প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর ১০% হারে ইজারা মূল্য বৃদ্ধি পায়।

কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ঃ বাওড় পরিচালনা করা হয় বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে। বাওড়ের সদস্যদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট বাওড় ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত করা হয়। বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি মাসে মাসিক সভার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়। বাওড়ের সুফলভোগী সদসদ্যদের বিনা মূলধনে পরিচালিত হয়, সেখানে ব্যাংক ঋণ,সার ও খাদ্য বাঁকি ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাওড়ের একটি সুনির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে যেখানে আয়কৃত অর্থ জমা রাখা হয় এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের সার্বিক তদারকীতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাওড়ের আয়কৃত টাকা হতে ৪০% সদস্য শেয়ার বন্টন করা হয় বাঁকি অর্থ বাওড়ের কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয়।

২০১৯ সালে বাওড়ের সদস্যদের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য ঃ সাগান্না বাওড়ে ৪২,০০০০০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা) ব্যয় করে ১,৩৭,৫৪,৬৮৫ (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ চুঁয়ান্ন হাজার ছয়শত পঁচাশি) টাকা আয় করা হয়। ৫৩,০০০০০ লক্ষ টাকা সদস্যদের শেয়ার প্রদান করা হয় এবং গত এক বছরে ৯০ দিন মাছ আহরণ কালে সদস্যদের দৈনিক খাবার মাছ প্রদান করা হয় যাতে করে তাদের বছরে মাছ ক্রয়ের প্রয়োজন হয় নি।

বাওড়ে যে সকল মাছ উৎপাদন হয়ঃ রুই, কাতলা, মৃগেল, বিগহেড, সিলভার, ব্লাককার্প, কার্পিও,আইড়,পাবদা, গুলশা, মলা, তেলাপিয়া, চাপিলা,খড়শোলা,চিতল, ফলি, পুঁটি, শিং, মাগুর, কৈ, বাইম ইত্যাদি।

২০১৯ সালে বাওড়ে মাছের উৎপাদনঃ ১৩০ মেট্রিক টন।

ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলাতে অবস্থিত করাতিপাড়া (নৈহাটি) বাওড় সম্পর্কিত তথ্য

বাওড়ের নামঃ নৈহাটি বাওড়।

আয়তন ঃ ৪৩.৬১ একর।

বাওড়ের অবস্থান ঃ করাতিপাড়া-নৈহটি, নলডাঙ্গা ইউনিয়ন, ইউপি, ঝিনাইদহ সদর।

ব্যবস্থাপনা সমিতিঃ নৈহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ।

সভাপতির নাম ঃ মোঃ আব্দুর রহিম, নৈহাটি, নলডাঙ্গা, সদর, ঝিনাইদহ।

ইজারা মূল্য ঃ নৈহাটি বাওড় ইজারা বাবদ প্রতি বছর ইজারা, ভ্যাট ও আয়কর সহ সর্বমোট ৭০০০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ঃ বাওড় পরিচালনা করা হয় নৈহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে। বর্তমানে আংশিক বানিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। নৈহাটি বাওড়ে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের মাছ অবমুক্ত করে ৬ মাসে বাচজারজাত করা হয়। এই বাওড়ে বছরে ২ টি ফসল উৎপাদন করা হয়।

বাওড়ে যে সকল মাছ উৎপাদন হয়ঃ রুই, কাতলা, মৃগেল, বিগহেড, সিলভার, ব্লাককার্প, কার্পিও,আইড়,পাবদা, গুলশা, মলা, তেলাপিয়া, চাপিলা,খড়শোলা,চিতল, ফলি, পুঁটি, শিং, মাগুর, কৈ, বাইম ইত্যাদি।

২০১৯ সালে বাওড়ে মাছের উৎপাদনঃ ৭৫ মেট্রিক টন।